গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সিআরভিএস অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
সভার তারিখ	:	০৩ ডিসেম্বর ২০২৩
সময়	:	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভা কক্ষ (ভবন নম্বর-০১, কক্ষ নম্বর-৩০৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)

সভার উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, সিআরভিএস কার্যক্রমের উপর সরকার অতীব গুরুত্ব আরোপ করেছে। সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট ডাটা সরকারের বিভিন্ন পলিসি ও প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অপরিহার্য। সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি কার্যকর সিআরভিএস ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আন্তরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্তণালয়/বিভাগকে কাজ করার আহবান জানিয়ে তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুরোধ করেন।

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার বলেন, সিআরভিএস স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণীয় বিভিন্ন নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ইতোপূর্বে এ স্টিয়ারিং কমিটির মোট ০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া ESCAP কর্তৃক গৃহীত তিনটি অভীলক্ষ্য (Goal) বাস্তবায়ন ও এসডিজি-এর ১৬.৯ অভীষ্ঠ অর্জনে সিআরভিএস বাস্তবায়ন জরুরি। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আজকের সভায় উপস্থাপিত হবে। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা-কে অনুরোধ করেন।

০২। আলোচ্যসূচি:

সভাপতির অনুমতিক্রমে কার্যপত্র অনুযায়ী যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১	**বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:** গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন/পরিমার্জন না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হল।	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২	**জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংশোধন:** ১৮৭৩ সালের আইন বাতিল পূর্বক সরকার ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ প্রণয়ন করে যা ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণীত হয়েছে যা ২০১৮ সালে সংশোধন করা হয়।	২.১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত, অংশীজনের মতামত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিফলনপূর্বক আগামী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে জন্ম ও	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	উল্লেখ্য, ২০২০ সাল হতে BDRIS নামক অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম চালু করা হয়। উক্ত সিস্টেমের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশনের আলোকে বাংলাদেশের জন্ম-মৃত্যু আইন ও বিধি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনার নিমিত্ত ২০২০ সালে একটি স্টাডি পরিচালিত হয়। উক্ত স্টাডির প্রতিবেদনে আইন সংশোধনের বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। ইতোমধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০২৩-এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে খসড়ার উপর মতামত প্রদানপূর্বক পুনরায় স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করেছে। সভাপতি বলেন, আইনটি যুগোপযোগী করে প্রণয়ণ করতে হবে, যাতে সহসাই পুনরায় সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামতের আলোকে আইন ও বিধিমালায় সংশোধন করা হবে।	মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পুন: প্রেরণ করতে হবে।	
৩	**হাসপাতালসমূহে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধক মনোনয়ন:** জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধন এবং আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের আর্টিকেল ৭ অনুযায়ী জন্মের অব্যবহিত পরেই (immediately after birth) জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে অনেক দেশ হাসপাতালেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৫০% জন্ম এবং ২০% মৃত্যু হাসপাতালে হয়। হাসপাতালে নিবন্ধক নির্ধারণ/মনোনয়ন করা গেলে এই সকল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তাৎক্ষনিকভাবে সম্পন্ন করা যাবে। এনআইডি মহাপরিচালক এ প্রসঙ্গে বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এনআইডি-তে প্রদত্ত বাংলা ও ইংরেজি বানান ভিত্তি হিসাবে ধরে নিবন্ধন করা হলে অনেকাংশে এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন সম্ভব। সচিব, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ বলেন হাসপাতালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধক হিসাবে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের কোন কর্মীকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বলেন, মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। তাছাড়া প্রায় ৬৫% ডেলিভারি বর্তমানে হাসপাতাল	৩.১। হাসপাতালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধক মনোনয়নসহ অন্যান্য উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি/দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ৩.২। বিশেষ ক্ষেত্রে যেকোন ব্যক্তিকে নিবন্ধক হিসাবে মনোনয়নের বিধান আইনে সংযোজন করা যেতে পারে। ৩.৩। জন্ম ও মৃত্যু নোটিফিকেশন এনআইডি সিস্টেমে যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত ফিস সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বহন করবে। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ	১। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন; ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; ৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ; ৪। অর্থ বিভাগ।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে হয়। বিধায় স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত দায়িত্ব ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে এ কার্যক্রমে আরো গতি পাবে। রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বলেন, জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম যেহেতু অন্যান্য রেজিস্ট্রেশনের তুলনায় সর্বাগ্রে সংঘটিত হয়, সেহেতু নামের বানানসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তি হিসাবে জন্ম নিবন্ধনকেই ধরতে হবে। তিনি আরো বলেন আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রার জেনারেল হাসপাতালের কোন কর্মীকে নিবন্ধক হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারেন না। হাসপাতাল এলাকা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়রগণ নিবন্ধক মনোনয়ন করতে পারেন। আইন মোতাবেক হাসপাতাল কর্মীগণ জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের নিকট প্রদান করতে পারেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক জন্ম নিবন্ধন তথ্য ইনপুট দেয়ার কারণে বানান ভুলসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। অধিকন্তু, রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়ের কারিগরি জনবলের অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণে করে বলেন, জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত নোটিফিকেশন এনআইডি-এর সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠাতে হয়। ফলে আইন অনুযায়ী এনআইডি-কে একটি ফি প্রদান করতে হয়, স্টেকহোল্ডার পর্যায়ে ফি প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে সুবিধা হয়। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিষয়ে বলেন সমঝোতা স্মারকের (এম ও ইউ) মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয় বিধায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকেই ফি প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের নিকট অর্থের চাহিদা প্রদান করা যেতে পারে। সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন, এ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক অর্থের সংস্থান করা হবে। সভাপতি বলেন, হাসপাতালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধক মনোনয়নসহ অন্যান উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদি/দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে যেকোন ব্যক্তিকে নিবন্ধক হিসাবে মনোনয়নের বিধান আইনে সংযোজন করা যেতে পারে।	বিভাগ বাজেটের সংস্থান করবে।	
৪	**EPI-কার্যক্রমের সময় জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা:** স্কুলে ভর্তির পূর্বে সাধারণত একটি শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদের প্রয়োজন হয় না। ফলে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক শিশু জন্ম নিবন্ধনের বাইরে থাকে। তবে দেশের প্রায় সকল শিশু EPI-কার্যক্রমের আওতায় জন্মের ১৮ মাসের মধ্যে অধিকাংশ টিকা গ্রহণ করে থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার সুযোগ তৈরি হয়। অতএব এ সময়ের মধ্যে EPI-এর আওতায় শিশুর টিকা প্রদানের	৪। EPI-কার্যক্রমের আওতায় শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	পাশাপাশি জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ইতোমধ্যে এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।		
৫	**সিআরভিএস-এর ইন্টারঅপারেবিলিটি এবং ইউনিক আইডি এবং BDRIS-সিস্টেম সংক্রান্ত:** সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ বলেন সম্প্রতি সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট সকল ডাটা বেইজ সমূহের মধ্যে ইন্টার অপারেবিলিটি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির মাধ্যমে ইন্টারঅপারেবিলিটি সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের নাগরিক আইডি প্রচলন রয়েছে। এ সকল আইডি সমন্বয়/বাতিলপূর্বক শুধু ইউনিক আইডি রাখা যেতে পারে। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার এ প্রসঙ্গে বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ২০১৯ সালে ইউনিক আইডি ব্যবহার সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি হয়েছিল। উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিভিন্ন ধরনের আইডি থাকার প্রয়োজন নাই। সভাপতি বলেন, ডাটাবেইজ সমূহের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আপাতত: বর্তমান সিস্টেম বলবত থাকতে পারে , তবে ইন্টার অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	৫.১। ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট ডাটাবেইজসমূহের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি জোরদার করণ সংক্রান্ত কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে। ৫.২। সিআরভিএস-এর ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ইউনিক আইডি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট ডাটাবেইজসমূহের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি জোরদারকরণ সংক্রান্ত কমিটি।
৬	**শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা:** শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রনয়ণ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যানবেইস-এর প্রতিনিধি বলেন, বাংলা ও ইংরেজিতে তথ্য প্রদান এবং বানান সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ২৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর প্রোফাইল ও ইউনিক আইডি প্রাপ্তিতে সমস্যা হচ্ছে। রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বলেন এটি মূলত কারিগরি সমস্যা, উভয় পক্ষের কারিগরি প্রতিনিধিগণ একসাথে বসে এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। সভাপতি বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষের কারিগরি প্রতিনিধিগণ বসে শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন ও ইউনিক আইডি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।	৬.১। শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন ও ইউনিক আইডি প্রদান সংক্রান্ত কারিগরি সমস্যা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কারিগরি প্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের Lead Agency হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।	১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; ২। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস); ৩। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন; ও ৪। এন আইডি উইং, নির্বাচন কমিশন।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭	**সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য থেকে Vital Statistics তৈরি সংক্রান্ত:** সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বলেন ১৯৮০ সাল হতে পরিসংখ্যান বিভাগ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহপূর্বক ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন করছে। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন হতে মাইক্রো লেভেলের ডাটা পাওয়া গেলে সিআরভিএস সংক্রান্ত ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন সহজ হবে। সভাপতি বলেন, রেজিস্ট্রার জেনারেল-এর কার্যালয়কে সিআরভিএস ডাটা প্রণয়ন ও প্রদানে আরো কার্যকরী করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	৭। সিভিল রেজিস্ট্রেশন-এর ডাটা থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের বিষয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ও ২। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৮	**রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের কারিগরি জনবল নিয়োগ:** রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন জানান রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে জনবলের অভাব রয়েছে। এ কার্যালয়ের বর্তমান জনবলের সংখ্যা মোট ০৯ (নয়) জন। এ জনবল দিয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কিত বৃহৎ পরিসরে কাজ সম্পন্ন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন করার লক্ষ্যে ১৬৫ টি পদের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদ সৃজনপূর্বক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সচিব, অর্থবিভাগসহ অন্যান্যদের অনুরোধ করা হয়।	৮.১। রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন এবং নিয়োগের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৮.২। জরুরি প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার ORG তে প্রেষণে নিয়োগ করা যেতে পারে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৯	**আইন ও বিচার বিভাগের আওতায় বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ:** আইন ও বিচার বিভাগ থেকে "সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স: বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন" সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিপি) গ্রহন ও অনুমোদনের বিষয়ে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ জানান, প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারি করেছে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প	৯.১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প আওতাধীন শতভাগ এলাকায় অনলাইনে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ৯.২। UNESCAP-এর রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর additional	আইন ও বিচার বিভাগ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	আওতাধীন শতভাগ এলাকায় অনলাইনে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন চালু করা সম্ভব হবে। পর্যায়ক্রমে তা সারাদেশে বিস্তার ঘটানো হবে। সভাপতি বলেন, UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর additional target হিসাবে ২০২৪ এর মধ্যে বিবাহ এবং তালাকের শতকরা ৬০ ভাগ অনলাইন নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে। তিনি এ বিষয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	target হিসাবে ২০২৪ এর মধ্যে বিবাহ এবং তালাকের শতকরা ৬০ ভাগ অনলাইন নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে।	
১০	**সিআরভিএস-এর নতুন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ৪টি Phase আন্তর্জাতিক সংস্থা Bloomberg Philanthropies Data for Health (D4H) Initiative এর Vital Strategies-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের ১ম, ২য় ৩য় এবং ৪র্থ পর্যায় যথাক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭, ৩০ জুন ২০১৯, ৩০ জুন ২০২১ এবং ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি বলেন, দাতা সংস্থার নিকট হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সিআরভিএস সংক্রান্ত নতুন প্রকল্প "Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh (5th Phase)" গ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা ও প্রকল্প পরিচালক জানান, ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৫ম পর্যায় গ্রহণের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার-এর সাথে Collaborative ও Sub Grant Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের টিএপিপি-এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	১০। "Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh (5th Phase)" সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১১	**স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সিআরভিএস সম্পর্কিত আলোচনা:** সারাদেশের সকল উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ সংক্রান্ত MCCOD চালুর বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান মোট ৪২৯ টি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ৩৭ টি জেলা সদর হাসপাতালে MCCOD চালু করা হয়েছে। Health Id তৈরীর বিষয়ে তিনি জানান, যে সকল হাসপাতালে অটোমেশনের কার্যক্রম চালু আছে সে সকল হাসপাতালে NID ও Birth Registration Number ব্যবহার করে প্রদান	১১। আপাতত: Unique Health ID প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান থাকবে, তবে সিআরভিএস ইন্টার অপারেবিলিটি কার্যক্রম চালু হলে ইউনিক আইডি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সিআরভিএস তৈরি করতে হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি হাসপাতাল সমূহে এই কার্যক্রম চালু করা হবে। তবে বেসরকারি হাসপাতালসমূহ কিভাবে এর আওতায় আনা যায় সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সভাপতি Unique Health ID এর পরিবর্তে ইউনিক আইডি ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সিআরভিএস প্রণয়ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।		
১২	**UNESCAP এর সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা:** সভাপতি বলেন, ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত UNESCAP Ministerial Conference on CRVS-এ ২০১৫-২০২৪ মেয়াদকে সিআরভিএস দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেখানে সদস্য রাষ্ট্র সমূহের সুশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি Regional Action Framework গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেমওয়ার্কে তিনটি অভিলক্ষ্য (goals) এবং সাতটি একশন এরিয়া (action areas) রয়েছে। প্রতিটি goal-এর আওতায় একাধিক targets এবং indicators রয়েছে। বাংলাদেশ উক্ত লক্ষসমূহ অনুমোদন ও গ্রহণ করেছে। রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর Goal-01,02,03-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা কর্তৃক যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১২। UNESCAP Ministerial Conference কর্তৃক গৃহীত Regional Action Framework -এর Goal-01,02,03-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা কর্তৃক যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর

০৩। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব